(৩) পুরুষের স্বরূপ কী? পুরুষের অস্তিত্ব সপক্ষে যুক্তি গুলি কী? বহুপুরুষবাদ বলতে কী বুঝিয়েছেন? ⊛⊛

Ans⇒ পুরুষ, মূল দ্বৈতবাদী দর্শন সাংখ্য স্বীকৃত দ্বিতীয় তত্ত্ব। সাংখ্য দর্শনে আত্মাকে পুরুষ বলা হয়েছে। সাংখ্যের পুরুষ চৈতন্য-স্বরূপ, দ্রষ্টা, নির্লেপ, নির্বিশেষ, নিত্যমুক্ত, বন্ধনহীন। পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের মধ্যে কেবল মাত্র পুরুষই চেতন বা চৈতন্য-স্বরূপ। চৈতন্যকে পুরুষের ধর্ম বললে পুরুষকে বিকারী স্বীকার করতে হয়, কিন্তু যা সাংখ্য সিদ্ধান্তের বিরোধী। এই জন্য চেতন শব্দের অর্থ চৈতন্য স্বভাব। অন্যান্য তত্ত্বসমূহ গুণত্রয়ের বিকার হওয়ায় অচেতন প্রকাশ স্বয়ং চৈতন্য-স্বভাব বলে পুরুষ চেতন বা দৃক্‌শক্তি। অন্যান্য বস্তু সবই দৃশ্য। কর্তৃত্ব একধরনের বিকার। এজন্য অবিকারী পুরুষের কর্তৃত্ব অসম্ভব। পুরুষ প্রকৃতির মতো অজ ও নিত্য, কিন্তু অন্য সব দিক থেকে পুরুষ প্রকৃতির বিপরীত কারণ প্রকৃতি ত্রিগুণ, অবিবেকী, বিষয়, অচেতন ও প্রসবধর্মী কিন্তু পুরুষ গুণাতীত, বিবেকী, অবিষয়, চেতন ও অপ্রসবধর্মী। প্রসঙ্গত ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকার এগারো নম্বর কারিকায় বলেছেন — আত্মা বা পুরুষ ব্যক্ত (বিকৃতি) ও অব্যক্তের (প্রকৃতির) বিপরীত। "ন প্রকৃতি: ন বিকৃতি পুরুষঃ"। তাই, সাংখ্য মতে

"ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানম্ তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান ॥"

পুরুষ, অপ্রসবধর্মী হওয়ায় অকর্তা ও প্রকাশ স্বরূপ হওয়ায় সকল বস্তুর সাক্ষী, পুরুষ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত। পুরুষের যে সুখ, দুঃখ, মোহ উপলব্ধ হয় তা পুরুষের নিজস্ব স্বাভাবিক ধর্ম নয়, তা আগন্তুক অর্থাৎ আরোপিত। দীঘির জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রমাকে চঞ্চল মনে করার ন্যায় তা আরোপিত। ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক অভাবরূপ কৈবল্য পুরুষের স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু প্রশ্ন হল — নিত্য মুক্তের কৈবল্য প্রাপ্তি কী

অজ্ঞাত? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে পুরুষ সর্বদা দুঃখ শূন্য হলেও প্রকৃতিগত দুঃখের সঙ্গে তার আভিমানিক সম্বন্ধের জন্য সে অনাদিকাল হতে দুঃখ-ত্রয় কবলিত। এইজন্য বিবেকখ্যাতি পুরুষের কৈবল্য প্রয়োজন।

প্রত্যক্ষের সাহায্যে পুরুষ বা আত্মাকে জানা যায় না, অনুমানের দ্বারা পুরুষের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণ হিসাবে ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকার 17নং কারিকায় পাঁচটি হেতু উল্লেখ করেছেন——

"সংঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদি – বিপর্যয়াদধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ।।"

যা একাধিক উপাদান বা অংশ সমন্বিত তা 'সংঘাত'।

(i) সংঘাতপরার্থত্বাৎ :— সংঘাত বস্তু মাত্রই কারও না কারও উদ্দেশ্য সাধন করে থাকে। ব্যবহারিক জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, শয্যা, বস্ত্র, ঘট, পট প্রভৃতি সংঘাত পদার্থ অচেতন এবং এরা সকলেই অপরের প্রয়োজন ~~সাধীন~~ সাধন করে থাকে। প্রকৃতি এবং তার পরিণাম জাত সকল পদার্থই সংঘাত। এই সংঘাত পদার্থ কোনো চেতন সত্তার দ্বারা উৎপন্ন হয়ে থাকে। যে চেতন সত্তার প্রয়োজন সাধনে সংঘাত উৎপন্ন হয় সেই চেতন সত্তাই হল পুরুষ।

(ii) ত্রিগুণাদি বিপর্যয়াৎ :— উপরিউক্ত যুক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে বলতে পারেন যে — একটি সংঘাত পদার্থ অপর একটি সংঘাত পদার্থের প্রয়োজন ঘটাতে পারে। এর জন্য সংঘাত অতিরিক্ত, কোনো চেতন সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এরূপ বক্তব্য গ্রাহ্য নয়। যদি এরূপ পদার্থ স্বীকার করা হয় যে, একটি সংঘাত পদার্থ

অপর একটি সংঘাত পদার্থেরই প্রয়োজন সাধন করতে পারে। তাহলে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, ওই দ্বিতীয় সংঘাত পদার্থ পুনরায় অন্য কোনো সংঘাত পদার্থের প্রয়োজন সাধন করে। কিন্তু এরূপ বলা হলে সংঘাত পরম্পরায় এরূপ অনবস্থা দোষ অনিবার্য। সেজন্য সংঘাতের অতিরিক্ত চেতন কর্তা স্বীকার করতে হবে। এবং সেই পুরুষকে অসংহত বললে ত্রিগুণ বিপর্যয় রূপ (ত্রিগুণাদি বিপর্যয়াৎ অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির বিপরীত যে পদার্থ) বলতে হবে।

(iii) <u>অধিষ্ঠানাৎ</u> :- পুরুষের অস্তিত্ব সাধনে তৃতীয় হেতু হল অধিষ্ঠানাৎ। প্রকৃতি, মহৎতত্ত্ব, প্রভৃতি সর্বদাই পরিণাম প্রাপ্ত হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতি প্রভৃতির পরিণাম অহেতুক হতে পারে না। তা অহেতুক হলে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের অনন্ত প্রকারের তারতম্য ব্যাখ্যা করা যাবে না। তা ব্যাখ্যা করতে হলে ওইসব জড়ের অধিষ্ঠান রূপে পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে। জড় কখনও স্বয়ংক্রিয়াশীল হতে পারে না, (জড়ের অধিষ্ঠান অর্থাৎ পরিচালক আবশ্যক।) ড্রাইভারের সান্নিধ্যে গাড়ি চলে অনুরূপ ভাবে প্রকৃতি প্রভৃতির পরিণাম আছে। সুতরাং, যার সান্নিধ্যবশত ওই পরিণাম হয়, সেই পুরুষকে অস্বীকারের উপায় নেই।

(iv) <u>ভোক্তৃভাবাৎ</u> :- পুরুষের অস্তিত্ব সাধক আর একটি হেতু হল— ভোক্তৃভাবাৎ, (ঈশ্বরকৃষ্ণ 'ভোক্তৃত্ব' বলতে ভোগ্য সুখ-দুঃখকে বুঝিয়েছেন।) সুখ, দুঃখ ও বিষাদ কোনো না কোনো কর্তার দ্বারা হয়ে থাকে, যে কোনো অভিজ্ঞতা কোনো এক কর্তার অভিজ্ঞতা, সেইরূপ সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক জড় দ্রব্য ভোগ্য বস্তু। ভোগ্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করলে একজন ভোক্তার অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। ভোগ্যবস্তু ও অচেতন বলে তা কখনও

ভোক্তা হতে পারে না। সুতরাং ভোক্তাকেও সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক বস্তুর থেকে অতিরিক্ত হতেই হবে। ওই ভোক্তাই হলেন চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ।

(V) কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেঃ :— পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণের পঞ্চম হেতু হল —

কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ। কৈবল্য শব্দের অর্থ ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক উপশম। শাস্ত্রকারগণের মধ্যে কৈবল্যের প্রবৃত্তি দেখা যায়। মহর্ষিগণেরও কৈবল্যের প্রবৃত্তি হয়। তেন পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার না করলে কৈবল্যের প্রবৃত্তি ব্যহত হয়। সুতরাং কৈবল্যের প্রবৃত্তির জন্য প্রকৃতিজাত বুদ্ধি প্রবৃত্তি হতে অতিরিক্ত অদুঃখাত্মক, কোনো তেন সত্তার অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। সেই তেন সত্তাই পুরুষ।

সাংখ্য সিদ্ধান্তে প্রকৃতি এক হলেও পুরুষ এক নয়, বহু ভিন্ন ভিন্ন জীবদেহে ভিন্ন আত্মা বিরাজমান আত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন হয় অনেক। ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকার 18 নং কারিকায় বহু পুরুষবাদ প্রমাণ করার জন্য তিনটি হেতুর উল্লেখ করেছেন —

"জন্ম মরণ করণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ। পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্যয়াচ্চৈব।।"

প্রথম যুক্তি :— প্রত্যেক পুরুষের জন্ম, মৃত্যু এবং অন্তঃকরণাদি পৃথক পৃথক হওয়ায় পুরুষের বহুত্ব অবশ্য স্বীকার্য। সকলের শরীরে একটি পুরুষ স্বীকৃত হলে একজন জন্মালে সকলে জন্ম নেবে এবং একজনের মৃত্যু হলে সকলের মৃত্যু হবে, এবং একজন বিচ্ছিন্ন হলে সকলে বিচ্ছিন্ন হবে। পুরুষের বহুত্ব স্বীকারে এই

অসামঞ্জস্য থাকে না।

দ্বিতীয় যুক্তি :- প্রতি শরীরের ভিন্ন ভিন্ন প্রযত্ন দেখেও প্রতি শরীরে স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হবে। প্রযত্নের ভিন্নতা যেমন – একজন যখন নিদ্রায় মগ্ন, অন্যের তখন চুরির লগ্ন, সারকথা হল, অযুগপৎ প্রবৃত্তির জন্য প্রতিটি শরীরে পুরুষের ভিন্নতা স্বীকৃত।

তৃতীয় যুক্তি :- গুণত্রয়ের নানা রকম বৈচিত্র্যের জন্যও পুরুষের বহুত্ব মানতে হয়। গুণের তারতম্যের জন্য দেবতা, মানুষ ও পশুর ভিন্নতা, কিছু প্রাণী সত্ত্ব বহুল, কিছু প্রাণী রজঃ গুণ বহুল, আবার কিছু প্রাণী তমঃ গুণ বহুল মানুষ কখনও দেবতা, কখনও পশু। সেও তো গুণের ভিন্নতার জন্যই। অতএব পুরুষ বহুত্ব সিদ্ধ।

চতুর্থ যুক্তি :- Page – 272

এব যে সমস্ত যুক্তির ভিত্তিতে সাংখ্যকারেরা পুরুষের বহুত্ব প্রমাণ করেছেন তা দিয়ে পুরুষের বহুত্ব প্রমাণিত হয় না। ডঃ রাধাকৃষ্ণান বলেন, জন্ম, মৃত্যু, করণ প্রভৃতি আত্মার কোনো ধর্ম নয়, দেহের ধর্ম। আত্মা অসঙ্গ, নিত্য ও অবিকারী, আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই এগুলির পার্থক্য থেকে পতিত হয় জীবের বহুত্ব। অঙ্গরূপী জীবের জন্ম ও মৃত্যু হচ্ছে। সুতরাং জীব বহুল। জীবের বহুত্ব থেকে আত্মার বহুত্ব স্বীকার হয় না। সাংখ্য মতে পুরুষ অনাদি ও নিত্য। কিন্তু বহু পুরুষ স্বীকার করলে এক পুরুষের দ্বারা অপর পুরুষ সীমিত হয়ে পারে। এবং পুরুষকে আর বিভু বলা চলে না। আত্মা সর্বব্যাপী হলে আত্মার বহুত্ব মানা যায় না।

বাচস্পতি মিশ্র বলেন দেহরূপ উপাধির জন্ম ও মৃত্যুকে আত্মার জন্ম ও মৃত্যু বললে হস্ত, স্তন প্রভৃতির জন্ম ও মৃত্যুকে আত্মার জন্ম ও মৃত্যু বলতে হয়। কিন্তু তা বলা যায় না। উপাধিক ভেদে আত্মার ভেদ সিদ্ধ হয় না। সুতরাং প্রতি শরীরে আত্মা অভিন্ন একথাই স্বীকার্য।